মানবাধিকার লঙ্ঘন

পুলিশি হয়রানি

নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার অধীন ইল্‌সামারি গ্রামের অধিবাসী শ্রী হারাণ চন্দ্র মন্ডল ১লা জুন ১৯৯৯ মানবাধিকার কমিশনের নিকট এই মর্মে অভিযোগ করেন যে তিনি তেহট্ট থানার ৯৭-এর জুলাইয়ে একটি মামলার জেরে ৯৯ সালের ৩রা আগষ্ট গ্রেফতার হন। তাঁর মতে তুচ্ছ কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর পুত্র বিকাশ মন্ডল এবং জনৈক হরষিত মন্ডলের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ এবং তাঁর পুত্রকে মারধোর—এই অভিযোগ নিয়ে তিনি হরিপদ মন্ডল, হরষিত মন্ডল এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করতে যান। কিন্তু তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে হরষিত মন্ডলের বিরুদ্ধে কোন মামলাই নথীভুক্ত করা হয়নি। পক্ষান্তরে, হরিপদ মন্ডলদের আনা অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকেই গ্রেফতার করা হয়।

আদালতের রায়ে ষাট দিন জেলহাজতে রাখার পর হারান চন্দ্র মন্ডলকে জামিনে মুক্ত করা হয়। কৃষ্ণনগরের মহামান্য সাব-ডিভিসনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হারান মন্ডল এবং আরো কয়েকজনের বিরুদ্ধে চার্জসীট ইতিমধ্যেই পেশ করা হয়েছিল।

তেহট্ট থানার তদানীন্তন সাব-ইনস্‌পেকটর অমল চক্রবর্তীর উৎপীড়নে এবং অন্যায়ভাবে টাকা আদায়ের চেষ্টায় নাজেহাল হয়ে হারাণ মণ্ডল বাধ্য হন ভিজিল্যান্স কমিশনকে সব কথা জানাতে উক্ত পুলিশ অফিসারকে ধরার জন্য ফাঁদ পাতা হয় এবং ৬.১২.৯৭ তারিখে হাজার টাকা ঘুষ নেবার সময় তিনি ধরা পড়েন এবং গ্রেফতার হন ও তাঁর বিরুদ্ধে ৬.১২.৯৭ তারিখে তেহট্ট থানায় মামলা শুরু করা হয়।

এরপর ১৯৯৯ সালের ১৭ই অথবা ১৮ই মে তেহট্ট থানার বর্তমান ও.সি. বিস্ময়করভাবে রাত্রে হারান মন্ডল এবং শৈশব বাগচী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর উক্ত ব্যক্তি ছাড়া পান। কিন্তু শৈশব বাগচীকে কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই ২৪ ঘণ্টা হাজতে রেখে দেওয়া হয় এবং পরের দিন ১৯ শে মে, ১৯৯৯ তাঁকে বেলা এগারোটার সময় আদালতে চালান করা হয়। তাঁর এবং শৈশব বাগচীর বিরুদ্ধে বেআইনী পুলিশি কার্যকলাপের দরুন যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি মানবাধিকার কমিশনের নিকট প্রার্থনা করেন। নদীয়া জেলার পুলিস সুপারের কাছ থেকে কমিশন রিপোর্ট চেয়ে পাঠায়। নদীয়ার পুলিশ সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট উক্ত ঘটনাটির তদন্তকারী তেহট্টের এস.ডি.পি.ও.-র রিপোর্টের একটি কপি কমিশনের নিকট প্রেরণ করেন।

এস.ডি.পি.ও.-র রিপোর্টে প্রকাশিত যে ইলিয়াস মোল্লা নামে তেহট্ট থানার এক এ.এস.আই. ১৮.৫.৯৯ তারিখে হারান মন্ডল এবং শৈশব বাগচীকে গ্রেফতার করে। উক্ত এ.এস.আই.বলেছেন যে তিনি তেহট্ট থানার ও.সি.-র মৌখিক আদেশে একাজ করেছেন এবং ও.সি. সঞ্জীব কুমার দে একথা স্বীকার করেছেন। হারান মন্ডলকে ১৮.৫.৯৯ তারিখে বেলা দুটোর সময় মুক্তি দেওয়া হয়।

ও.সি. সঞ্জীব কুমার দে জানিয়েছেন তিনি হারাণ মন্ডলের পূর্ব গ্রেফতারের সংবাদ জানতেন না এবং পরে ইলসামারির এক পঞ্চায়েত সদস্যা শ্রীমতী শান্তিলতা বিশ্বাসের নিকট একথা জানতে পারামাত্রই তিনি পি.আর.বন্ডের বিনিময়ে হারাণ মন্ডলকে ছেড়ে দেন।

হারান মন্ডল এবং শ্রীমতী শান্তিলতা বিশ্বাস উভয়েই এস.ডি.পি.ও.-র কাছে স্বীকার করেছেন যে হারান মন্ডল পূর্বেই একটি মামলায় জামিনে মুক্তি পেয়েছে একথা জানামাত্রই ও.সি. তাঁকে ছেড়ে দেন।

এস.ডি.পি.ও.-র রিপোর্ট অনুযায়ী সাব-ইনস্‌পেকটর অমল চক্রবর্তীকে ধরার জন্য যে ফাঁদ পাতা হয়েছিল সেই মামলার প্রধান সাক্ষী হারাণ মন্ডল এবং ঐ মামলায় ঐ অসাধু পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে চার্জসীটও দাখিল করা হয়েছে।

হারাণ মন্ডল পঞ্চায়েত সদস্যা শ্রীমতী শান্তিলতা বিশ্বাসের উপস্থিতিতে স্বীকার করেন যে থানার ও.সি. বা অন্য কোন পুলিস অফিসার তাঁকে মারধোর বা তাঁর উপর কোনরকম অত্যাচার করেনি। তবে তাঁকে গ্রেপ্তার করার পূর্বে ও.সি.-র থানার পুরানো নথিপত্র পরীক্ষা করা উচিত ছিল। এস.ডি.পি.ও.-ও.সি.র এইরূপ গাফিলতির জন্য তাকে সতর্ক করে দিয়েছেন। কমিশন ও.সি.-র আচরণ অননুমোদনের কথা জানিয়ে দিয়েছে এবং উক্ত ও.সি.কে তা জাননোর জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে।

থানায় আটকে রেখে মানবাধিকার লঙ্ঘন

আরমান সেখ নামে এক ব্যক্তিকে সিউড়ি থানার ও.সি. গত ২.২.৯৯ থেকে ৬.২.৯৯ এবং সাঁইথিয়া থানার ও.সি. বেআইনীভাবে ৬.২.৯৯ থেকে ৮.২.৯৯ আটকে রাখে। ৯.২.৯৯ তারিখে তাকে কোর্টে হাজির করা হয়। তার স্ত্রী শ্রীমতি কাদারি বিবি দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি চেয়ে কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশনের নিজস্ব তদন্ত শাখা ঘটনাটির তদন্ত করে। প্রকাশ পায় বীরভূমের পুলিশ সুপার-এর কাছে তাকে ডেকে পাঠান হয়। সেখান থেকে যথাক্রমে সিউড়ি থানায় পাঁচদিন ও সাঁইথিয়া থানায় তিনদিন উপযুক্ত কারণ ছাড়াই আটকে রাখা হয়। পুলিশের অভিমত আরমান শেখ একজন তালিকাভুক্ত সমাজবিরোধী। তার বিরুদ্ধে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, জুয়া খেলা প্রভৃতি বিবিধ অভিযোগ আছে। তবে পুলিশের বক্তব্য আরমান শেখকে ৯.২.৯৯ সকালে গ্রেফতার করা হয় এবং ঐ দিনই আদালতে প্রেরণ করা হয়। বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার কমিশনের কাছে আরমান শেখকে ডেকে আনার ঘটনা অস্বীকার করেন। এছাড়া সিউড়ি থানার ও.সি. ও সাঁইথিয়া থানার ও.সি.-ও তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন। কমিশন একাধিক সাক্ষীর অভিমত যাচাই করে এবং সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিউড়ি থানা এবং সাঁইথিয়া থানার ও.সি. কে আরমান শেখকে বেআইনীভাবে আটকে রাখার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে। উক্ত অফিসারদ্বয়কে লিখিতভাবে ভর্ৎসনা জ্ঞাপন এবং তা তাদের সার্ভিস রেকর্ডে নথিভুক্ত করার জন্য কমিশন সুপারিশ করেছে।

পুলিশের দ্বারা মানসিক নির্যাতন-ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

রাজ্য মানবাধিকার কমিশন ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর কর্মী শ্রী মানবেশ ঘোষালের উপর পুলিশ কর্তৃক মানসিক পীড়ন চালানোর জন্য রাজ্য সরকারকে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছে। গত বছর মে মাসে প্রায় মাঝরাতে নিউ আলিপুর থানার দুই অফিসারের নেতৃত্বে একদল পুলিশ তার বারুইপুরের বাড়ীতে চড়াও হয়। বারুইপুরের ঐ বাড়ী থেকে কলকাতা পুলিশের ডি.সি. (সাউথ)-এর বাড়ীতে হুমকী দিয়ে ফোন করা হয়েছিল বলে পুলিশের অভিযোগ। কমিশন নিউ আলিপুর থানার ও.সি. এবং অতিরিক্ত ও.সি.-র কাজের তীব্র নিন্দা করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছে। শ্রী ঘোষালকে সারা রাত থানায় বসিয়ে রেখে জেরা করার পরে পুলিশ বুঝতে পারে যে তিনি নির্দোষ। মানসিকভাবে নির্যাতিত শ্রী ঘোষাল পরদিনই কমিশনে নালিশ জানান। কমিশন তদন্ত করে নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ সঠিক কাজ করেনি। কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ব্যাতীত কেবলমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির বাড়ী মাঝরাতে হানা দেওয়া পুলিশের একটি বিরাট ত্রুটি বলে কমিশনের অভিমত। কমিশনের সুপারিশ স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে।

গ্রেফতারী পরওয়ানা ছাড়া ব্যক্তি আটক

সুবোধ কুমার দাসকে গত ৯৮ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর কাশীপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করে এবং কোর্টের নির্দেশ তাকে দেখানো হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ। ১৩ ঘণ্টা পুলিশ লক-আপে কাটানোর পরে তিনি মুক্তি পান। বিনা অভিযোগে বা দোষে তাকে গ্রেপ্তার করে হয়রানি করা হয়েছে বলে তিনি কমিশনের শরণাপন্ন হন। কমিশন পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করে। রিপোর্টে বলা হয়েছে সুবোধ কুমার দাসের নামে শিয়ালদহ কোর্ট থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয় অথচ দেখা যাচ্ছে শিয়ালদহ কোর্টের পঞ্চম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত থেকে তাঁর নামে কোন গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করা হয় নি। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা জজ ঘটনাটির তদন্ত করে জানতে পারেন উক্ত সুবোধ কুমার দাসের নামে আদালত থেকে কোন গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করা হয় নি। সমস্ত ঘটনা বিবেচনা করে কমিশন সিদ্ধান্তে আসে যে সুবোধ কুমার দাসের কোন অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র হয়রানি করার জন্য তাকে গ্রেফতার করে ১৩ ঘণ্টা পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়। এই গ্রেফতার নিশ্চিতরূপে বেআইনী এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের উদাহরণ।

কমিশন সমস্ত বিষয়টি হাইকোর্টের গোচরে এনেছে। এছাড়াও সুবোধ কুমার দাসকে ৫,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সুপারিশ করেছে।